দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

018

উপজেলা পরিক্রমা

কুতুবদিয়া

কুতুবদিয়া, ১৪ নভেম্বর (সংবাদদাতা)।— কুতুবদিয়া উপজেলার আয়তন ২৭ বর্গমাইল। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী মতে, এই উপজেলার সর্বমোট লোকসংখ্যা ৭২ হাজার ৫শ' ২৭ জন। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৮শ' ১৯ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৩৫ হাজার ৭শ' ৮ জন। এই উপজেলায় মুসলমানের সংখ্যা ৬৬ হাজার ৯০ জন, হিন্দুর সংখ্যা ৬ হাজার ৩শ' ৮১ জন, বৌদ্ধের সংখ্যা ১০ জন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা ৪৬ জন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

কক্সবাজার জেলা সদর থেকে কুতুবদিয়া উপজেলা সদরের দূরত্ব ৪৫ মাইল। নদী ছাড়া কুতুবদিয়া যাবার অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিদিন সকালে কক্সাবাজার থেকে কুতুবদিয়া এবং কুতুবদিয়া থেকে কক্সবাজার ইঞ্জিনচালিত যাত্রীবাহী নৌকা চলাচল করে। তাছাড়া কুতুবদিয়া ও চট্টগ্রামের মধ্যে নৌকার মাধ্যমে লোকজন যাতায়াত করে। স্টীমার সার্ভিসের কোন ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘদিন থেকে ড্রেজিং না করায় নদীপথে কক্সবাজার-কুতুবদিয়া রুটে যাত্রীবাহী নৌকাগুলো ভাটার সময় যাতায়াত করতে গিয়ে প্রত্যহ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

এ উপজেলার আভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলোর অবস্থা একেবারে নাজুক।

কৃষি ও সেচ

উপজেলার অধিকাংশ লোকই কৃষিনির্ভর। এখানে ধান, মুলা, বেগুন, টমেটো ও শীতকালীন শাক-সব্জী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কুতুবদিয়ার জমির উর্বরাশক্তি খুবই বেশী। কক্সবাজার জেলায় সবচেয়ে বেশী তরমুজ উৎপন্ন হয় এ উপজেলায়। নারকেল গাছও ভাল জন্মে।

উপজেলায় একফসলী জমির পরিমাণ ১ হাজার ২শ' ১৫ একর। দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৭ হাজার ৫শ' একর এবং তিনফসলী জমির পরিমাণ ১ হাজার ৯শ' ৮৫ একর।

লবণ শিল্প

কক্সবাজারের একটি অন্যতম লবণ উৎপন্নকারী এলাকা হিসেবে কুতুবদিয়া বিখ্যাত। এখানকার হাজার হাজার লোক লবণ চাষের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। উপজেলায় সর্বমোট ১ হাজার ৫শ' একর জমিতে লবণ চাষ হয়। প্রতি বছর কুতুবদিয়া প্রচুর লবণ যোগান দিচ্ছে। এখানে ৩৪টি লবণ উৎপাদনকারী সমিতি আছে।

জনস্বাস্থ্য

উপজেলায় একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ১টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক আছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ শয্যা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং ডাক্তার ও কর্মচারীর সংকট আছে। তাছাড়া চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও যন্ত্রপাতির অভাব আছে। হাসপাতালে চাহিদানুযায়ী ওষুধ না থাকায় বেশীরভাগ ওষুধ বাইরের দোকান থেকে কিনতে হয়। এক কথায় কুতুবদিয়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারে নিম্নমানের।

শিক্ষা

কক্সবাজার জেলায় শিক্ষার হার কুতুবদিয়ায় সবচেয়ে বেশী। এ উপজেলায় শিক্ষার হার শতকরা ৩৫ জন। তন্মধ্যে পুরুষ শিক্ষিতের হার শতকরা ২৫ জন এবং মহিলা শিক্ষিতের হার শতকরা ১০ জন। এই পরিসংখ্যান ১৯৮১ সালের। বর্তমানে শিক্ষার হার এ উজেলায় শতকরা ৩৯ ভাগ বলে এক বেসরকারী পরিসংখ্যানে জানা গেছে। সমগ্র উপজেলায় একটি বেসরকারী কলেজ আছে। কলেজটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আর্থিক সংকটে রয়েছে। ১টি বেসরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় ও ১টি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় আছে। জুনিয়র হাই স্কুল আছে ২টি।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩২টি এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টি, সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৭টি এবং জুরিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ২০টি। এখানে ১১০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও ১টি বালিকা মাদ্রাসা আছে।

মৎস্য ও পশু সম্পদ

কুতুবদিয়ার অনেক লোক মৎস্য ও পশু সম্পদকে ঘিরেই জীবিকা নির্বাহ করে। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় অনেক চিংড়ি প্রকল্প গড়ে উঠেছে। প্রকল্পসমূহে বাগদা, গলদাসহ নানা ধরনের মাছের চাষ হয়। অনেকেই নিজস্ব পুকুরে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ করেন। উপজেলায় মোট ১ হাজার ২শ' মৎস্যপুকুর আছে। একটি সরকারী মৎস্য অফিস আছে।

বিদ্যুৎ

উপজেলাটি ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকায় এখানে গ্রীড লাইনের বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হয়নি। তবে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজেলার ১টি মাত্র গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে। মোট ২২৬ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক আছেন। কিন্তু এখানে নিয়মিত বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার পর কয়েক ঘন্টা মাত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে।

হাট-বাজার

উপজেলায় ২টি বাজার আছে। বড় ঘোপ বাজার ও ধুরুং বাজার। সপ্তাহে ২ দিন এখানে বাজার বসে। বাজারগুলো একেবারে সংস্কারবিহীন। বৃষ্টির সময় বাজারে পানি জমে গেলে ক্রেতা-বিক্রেতার দারুণ অসুবিধা হয়।